উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ

সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। উভয়পক্ষ গরহাজির।

নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম। মিস্ মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি , বিজ্ঞ কৌসুলিগনের বক্তব্য ও সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম।

প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

দরখাস্তকারীপক্ষ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৯ বিধি ১৩ ও ১৫১ ধারা মোতাবেক অত্র মিস মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছে। মূল অপর ৪৪১/২০১২ মোকদ্দমাটি (যাহা পরবর্তীতে অপর ২৩৮/২০২১) ১ - ১২ নং প্রতিপক্ষগণ মূল মোকদ্দমার আরজির তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাবদে স্বত্বের ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনয়ন করে। অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারীগণ মূল মোকদ্দমার ৯ নং বিবাদী ছিল। মূল মামলার আরজির তফশিলভুক্ত সম্পত্তি প্রার্থীও খরিদা ভুমি। ১ - ২ নং প্রতিপক্ষগণের কোন প্রকার স্বত্ব-দখল না থাকা সত্বেও জাল দলিল সৃজনে সম্পূর্ণ মিথ্যা বয়ানে মূল মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিল। ১ নং বিবাদী কবির আহমদ ১৯/১০/২০১৬ তারিখে মৃত্যুরবরণ করেছে জানা স্বত্বেও বাদী প্রতিপক্ষগণ মৃত ব্যাক্তির বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। বাদী-প্রতিপক্ষের আম-মোক্তার স্থানীয় কলেজ বাজারে ১৩/০৯/২০১৭ ইং তারিখে নালিশী ডিক্রির কথা প্রকাশ করিলে, দরখাস্তকারী গত ১৪/০৯/২০১৭ ইং তারিখে নিযুক্তীয় কৌসুলীর মাধ্যমে সর্ব প্রথম এইরূপ একতরফা আদেশ ও ডিক্রী বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত হন। প্রতিপক্ষ আদালতের পদাতিকের সাথে যোগ-সাজশ করিয়া আদালতের টেবিলে বসে দুজন অস্তিত্বহীন ব্যাক্তিকে সাক্ষ্যমান্যে মূল মামলার বিবাদীদের নামীয় সমন লটকিয়ে জারি দেখিয়েছে। উক্ত দুজন ব্যাক্তি মামলার নোটিসে কোন দস্তখত প্রদান করেননি। জারিকারক প্রার্থীও বাড়িতে কখনো যাননি। প্রকৃতপক্ষে মূল মামলার নোটিশ প্রার্থীর উপর কখনো জারি হয়নি। অত্র মিস মোকদ্দমার দরখাস্তকারী সমন না পাওয়ায় আদালতে হাজির হন নাই। পরবর্তীতে বিবাদীদের পক্ষে কোন প্রকার তদ্বির গ্রহণ না করায় বাদী প্রতিপক্ষ আদালতকে ভুল বুঝাইয়া একতরফা শুনানী অন্তে গত ১৪/০৩/২০১৭ ইং তারিখে একতরফা রায় ডিক্রী হাসিল করিয়াছে। মামলা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত হইলে তাহারা অবশ্যই মূল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। মামলা সম্পর্কে না জানিবার কারণে মিস মোকদ্দমা দায়ের করিতে ১৮২ দিন বিলম্ব হইয়াছে। দরখাস্তকারী উক্ত তামাদি মওকুফের জন্যও প্রার্থনা করিয়াছেন। মূল মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারায় অত্র দরখাস্তকারীর অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। ফলে উল্লেখিত একতরফা আদেশ ও প্রাথমিক ডিক্রি রদ-রহিত করিয়া মূল মোকদ্দমা পুনঃবহাল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অত্র মোকদ্দমায় ১-১২ নং বাদী-প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। আপত্তিকারী প্রতিপক্ষের দাখিলীয় আপত্তির প্রকৃত বিবরণের সংক্ষিপ্তরূপ এই যে,

প্রতিপক্ষগণ মুল মামলার আরজির তফসিল বর্ণিত ভূমি বাবদে বিগত বি এস জরিপ ভুল হওয়ায় স্বত্বের ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় দরখাস্তকারীপক্ষকে বিবাদী করিয়া মূল ৪৪১/২০১২ অপর (যাহা পরবর্তীতে অপর ২৩৮/২০২১) মোকদ্দমা দায়ের করে। মূল মোকদ্দমায় বিবাদী-প্রার্থীকের উপর সমন নোটিশ যথারীতি জারি করা হয়। প্রার্থীক মামলা

বিষয়ে পূর্ব হতে অবগত ছিলেন। প্রার্থীকের সাথে বাদী-প্রতিপক্ষগনের সহিত ০১/০১/২০১৪ তারিখে একখানা আপোষ মীমাংসা হয়। উক্ত আপোষমতে প্রার্থীক স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে নালিশী ভুমিতে কখনো দাবি দাওয়া করবে না মর্মে ৪২,০০,০০০/- টাকা গ্রহনে একখানা রশিদপত্র সম্পাদন করে দেয়। উক্ত রশিদপত্র গ্রহনের পর বিবাদী/প্রার্থীকের মূল মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন কারন নেই। প্রার্থীক মূল মোকদ্দমা বিষয়ে বরাবর আবগত থাকা স্বত্বেও তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া অত্র প্রতিপক্ষদেরকে হয়রানি করার জন্য মিথ্যা বর্ণনায় অত্র মিস মোকদ্দমা আনয়ন করে। অত্র মিথ্যা মোকদ্দমা খরচাসহ নামঞ্জুর হবে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে চলিতে পারে কি না ?

২) অত্র মোকদ্দমা তামাদি আইনে বারিত কি না ?

৩) অত্র মূল মোকদ্দমার গত ১৪/০৩/২০১৭ ইং তারিখে একতরফা আদেশ ও গত ২০/০৩/২০১৭ ইং তারিখে একতরফা ডিক্রী দরখাস্তকারী পক্ষের প্রার্থিতমতে রদ-রহিতযোগ্য কি না ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা **ছাবের আহমদ** (Pt.W.1)। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষী কে পরীক্ষা করেছেন। যথা অ আম-মোক্তার **মোঃ ইলিয়াস** (Op.W.1)।

ছাবের আহমদ (Pt.W.1) এবং আমমোক্তার **মোঃ ইলিয়াস** (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিবেচ্য বিষয় নং ১ - ৩ ঃ

বিবেচ্য বিষয়সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতেই অত্র মোকদ্দমায় মূল ৪৪১/২০১২ অপর মোকদ্দমায় (যাহা পরবর্তীতে অপর ২৩৮/২০২১) দরখাস্তকারী ৯ বিবাদী এবং মূল প্রতিপক্ষগণ বাদী ছিলেন। দরখাস্তকারীপক্ষ দাবী করে যে, মূল মোকদ্দমার কোন নোটিশ বা সমন দরখাস্তকারীর উপর আদৌ জারী হয়নি। বাদী প্রতিপক্ষ জারিকারকের সাথে যোগসাজস করে দুজন অস্তিত্বহীন ব্যাক্তিকে সাক্ষী মান্যক্রমে সমন লটকিয়ে জারি দেখিয়ে উক্ত এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করেছে। গত ১৩/০৯/২০১৭ ইং তারিখে বাদী প্রতিপক্ষের আম-মোক্তার স্থানীয় কলেজ বাজারে নালিশী ডিক্রির কথা প্রকাশ করিলে দরখাস্তকারী তাহা জানিয়া গত ১৪/০৯/২০১৭ ইং তারিখে নিযুক্তীয় কৌসুলীর মাধ্যমে সর্ব প্রথম এইরূপ একতরফা আদেশ ও ডিক্রী বিষয়ে সম্যকভাবে অবগত হন।

প্রতিপক্ষের আমমোক্তার OPW-1 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া দাবি করেছেন যে মূল মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী যথাযথভাবে সমন পাইলেও আদালতে হাজির হয় নাই। প্রার্থীকের সমন তার পুত্র নুরুন্নবী প্রকাশ হাসান গ্রহন করে। প্রার্থীক গত ০১/০১/২০১৪ তারিখে অত্র মামলা চালাবে না এবং এক-তরফা ডিক্রীতে তার আপত্তি নেই মর্মে আপোষনামা সম্পাদন করে। আপোষমতে প্রার্থীক ৪২ লক্ষ টাকা গ্রহন করে। প্রতিপক্ষ উক্ত দাবির সমর্থনে উক্ত

রশিদপত্র প্রদ-খ দাখিল করেছেন। অপরদিকে প্রার্থীপক্ষ প্রতিপক্ষের এরুপ দাবি সম্পূর্ন অস্বীকার করেছেন। পদাতিক সমনের ফটোকপি জারী প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুজন সাক্ষী মোঃ হাছান ও মোঃ নূর হোসেন এর সামনে সংশ্লিষ্ট জারিকারক প্রার্থীকের বসতগৃহে সমনটি লটকাইয়া জারি করিয়াছে। অথচ প্রতিপক্ষ তাহার আপত্তি ও সাক্ষ্যতে বলেছে যে প্রার্থীকের পক্ষে তাহার পুত্র নুরুন্নবী প্রকাশ হাসান গ্রহন করেছে। প্রতিবেদনে উক্ত মোঃ হাছানের পিতার নাম মৃত নুরুল হক লেখা রয়েছে। যাহাতে ইহা পরিস্কার যে, সমনে স্বাক্ষর করা কথিত মোঃ হাছান প্রার্থীকের কোন পুত্র নয়। প্রতিপক্ষ উক্ত সমন জারি প্রমানার্থে সমনে স্বাক্ষর করা উক্ত দুজন ব্যাক্তিকে সাক্ষী মান্য করেননি। ইহাতে উক্ত সমন জারি বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জারী কারক প্রতিপক্ষ পক্ষে সাক্ষী প্রদান না করায় সমন যে প্রার্থীকের উপর জারী হইয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হয় না। প্রতিপক্ষ প্রার্থীপক্ষের বিরুদ্ধে ৪২ লক্ষ টাকা গ্রহন করিয়া মূল মামলা এক তরফা ডিক্রীতে অনাপত্তি প্রদানের দাবি করলেও Pt.W-1 জবানবন্দিতে তা অস্বীকার করেছেন। দাখিলী আপোষনামা অরেজিষ্ট্রিকৃত। উক্ত আপোষনামার সত্যতা বিষয়টি মূলত ছড়ান্ত সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে নিরুপিত হবার অবকাশ রহিয়াছে। যেখানে প্রার্থীকের উপর সমন সঠিকভাবে জারি হয়নি মর্মে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান, সেখানে উক্ত আপোষনামার আলোকে মূল মামলা বিষয়ে প্রার্থীকে অবগত থাকার বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

অত্র আপত্তিকারী প্রতিপক্ষগণ অত্র মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত মর্মে দাবী করে। মূল মোকদ্দমায় একতরফা আদেশ ও প্রাথমিক ডিক্রি হওয়ার ১৮২ দিন পর দরখাস্তকারীপক্ষ এই মোকদ্দমা আনয়ন করে বলে দাবী করে। দরখাস্তকারীপক্ষ দাখিলী দরখাস্তে গত ১৩/০৯/২০১৭ ইং তারিখে নালিশের কারণ উদ্ভব হয় বলে দাবী করিয়াছে। এই সময়ের কথা Pt.W-1 হিসেবে দরখাস্তকারী জবানবন্দিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি এই সাক্ষীকে জেরা করে নালিশের কারণ উদ্ভবের তারিখ সম্পর্কে কোন সাংঘর্ষিক বা বিপরীত বক্তব্য বের করতে পারেননি। দরখাস্তকারীপক্ষ তামাদি মওকুফের প্রার্থনায়ও একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। দরখাস্তে বর্নিত কারন সন্তোষজনক ও বিশ্বাসযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মোকদ্দমায় তামাদি নাই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

যেহেতু মূল মোকদ্দমাটি ঘোষনামূলক এবং ভবিষ্যতে Multiplicity of Suit পরিহার করিবার লক্ষ্যে মূল মোকদ্দমাটি দোতরফাসূত্রে বিচার হইলে উভয়পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক। দরখাস্তকারীপক্ষ তাহার উপর পদাতিক ও ডাক সমন জারী হয় নাই প্রমাণ করিতে পারায় এবং প্রতিপক্ষ মূল মামলার বিবাদী/ প্রার্থীর বরাবরে পদাতিক ও ডাক সমন আইনানুগভাবে জারী হইয়াছিল প্রমাণ করিতে না পারায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র মিস মোকদ্দমা মঞ্জুরযোগ্য হইতেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীপক্ষের অনুকূলে গৃহীত হইল।

প্রদত্ত কোর্ট ফি পর্যাপ্ত।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ মামলা ১ -১২ নম্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে মঞ্জুর হলো।

এতদ্বারা মূল অপর ৪৪১/২০১২ নম্বর মোকদ্দমায় (যাহা পরবর্তীতে অপর ২৩৮/২০২১) গত ১৪/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রচারিত একতরফা রায় এবং ২০/০৩/২০১৭ তারিখে প্রচারিত একতরফা ডিক্রী রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে ৯ নং বিবাদীর লিখিত বর্ননা দাখিল ও সমন জারি বিষয়ে তদবির গ্রহন পর্যায়ে আগামী ---------- ---------- খ্রিঃ তারিখ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।